০৭-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের জ্যোতি জাগ্রত হয়েছে, জ্যোতি জাগ্রত হওয়া অর্থাৎ বৃহস্পতির দশা আসা, বৃহস্পতির দশা এলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাও"

প্রশ্ন : - সত্যযুগে প্রতি ঘরের বিশেষত্ব কি হবে, আর কলিযুগে প্রতি ঘর কি হয়ে গেছে ?

উত্তর : - সত্যযুগে প্রতি ঘরে খুশী থাকবে । সকলেরই জ্যোতি জাগ্রত থাকবে । কলিযুগে তো ঘরে ঘরে দুঃখ আর চিন্তা । ঘরে ঘরে অন্ধকার । আত্মার জ্যোতি নিভে গেছে । বাবা এসেছেন, নিজের জ্যোতিতে সকলের জ্যোতি জাগ্রত করতে, যাতে আবার ঘরে ঘরে দীপাবলি হবে ।

গীত : - মাতা ও মাতা -- তুমিই ভাগ্যবিধাতা....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা মায়ের মহিমা শুনেছে । বাস্তবে উপমা তো একজনেরই হয়ে থাকে । এই মাকেও জগদম্বা বানান, জন্ম দেন অন্য কেউ । এমন মাকেও কে জন্ম দিয়েছেন ? বলবে পতিত - পাবন, পরমপিতা পরমাত্মা শিব জন্ম দিয়েছেন । তবুও মহিমা হয় এক জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন, পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার । তিনি বসেই বাচ্চাদের নিজের এবং নিজের রচনার আদি - মধ্য - অন্তের এবং পতিতদের পবিত্র হওয়ার রহস্য বুঝিয়ে বলেন । বাচ্চারা এখন তো বুঝেই গেছে,এই সময় হলো পতিত রাজ্য, যাকে রাবণ রাজ্য বলা হয় । এখন তো দশহরা আসছে, তাই না । এ তো বোঝানো হয়েছে - এ সব অন্ধশ্রদ্ধার উৎসব । এমন তো কেউই ছিলো না যে, এক রাবণ বা এক লঙ্কা ছিলো । লঙ্কা শ্রীলঙ্কাকে বলা হয় । দেখানো হয় যে, সেখানে সাগরে বানর পুল তৈরী করেছিলো । বাস্তবে এ সবই হলো চর্চিত কথা । দশ মাথা ওয়ালা রাবণ লঙ্কায় রাজত্ব করতো, এমন কোনো কিছুই ছিলো না । তাহলে তো তার কুশপুত্তলিকা শ্রীলঙ্কাতেই জ্বালানো উচিত । রাবণকে ভারতে জ্বালানোরই রেওয়াজ আছে, অন্য কোনো জায়গায় জ্বালানো হয় না । খবরের কাগজেও এখানকার কথাই লেখা হয় । সবথেকে বেশী উৎসব মহীশূরের মহারাজা পালন করেন । সম্ভবতঃ তার এই চর্চিত কাহিনী খুব প্রিয় । এখন বাচ্চারা, এই বিষয়ের উপর বোঝানো হলো তোমাদের কাজ । কুশপুত্তলিকা তো শত্রুদের বানিয়ে জ্বালানো হয় । আগে যেমন হিটলারের কুশপুত্তলিকা বানিয়ে জ্বালানো হতো । শত্রু তো অনেকেরই থাকে । এখন রাবণ কার শত্রু ছিলো ? রাবণ ভারতবাসীদের শত্রু ছিলো কিন্তু শত্রুকেও তো একবার জ্বালানো হয় । প্রতি বছর শত্রুর কুশপুত্তলিকা বানিয়ে জ্বালানো, এমন তো কেউই করে না । শত্রুর কুশপুত্তলিকা তো বানায় কিন্তু বছর বছর তা জ্বালায় না । এই রাবণ কে, যার অনেক কাল ধরে ভারতে দশ মাথা সমেত কুশপুত্তলিকা বানিয়ে ভারতবাসীরা জ্বালাতে থাকে ? এই শত্রু কবে থেকে হয়েছে যে মারাই যায় না ? অবশেষে শেষ হবে নাকি সর্বদা থেকেই যাবে ? বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, ভারতই পবিত্র ছিলো, তারপর এই ভারতকে রাবণই অপবিত্র বানিয়েছে । এখন হলো রাবণ রাজ্য । রাবণ যদি লঙ্কার রাজা ছিলো তাহলে রাণীও থাকবে । তোমরা তো এই কথা মানবে না । রাবণ এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে বা কেন, কিছুই বুঝতে পারে না । বেঁচে আছে, তাই তার কুশপুত্তলিকা বানিয়ে জ্বালাতে থাকে । একবার জ্বালালো তারপর কি হলো ? প্রতি বছর যখন জ্বালাতে থাকে, তখন বাচ্চারা, তোমাদের বোঝা উচিত । কমেটির বড় যে, যেমন মহীশূরের মহারাজা, তিনি অনেক পালন করেন । দেখার জন্য বিদেশীদেরও ডেকে পাঠান । মনে করেন যে, হয়তো এমন হবে কিন্তু এমন তো কখনোই হয় নি । নাটক বানিয়ে দেয় । রাবণের নাটকও তৈরী হয় । তাই এই

রাবণের বিষয়ে বোঝাতে হবে । এ খুবই জবরদস্ত কথা । এখন তোমরা রাবণ রাজ্যে বসে আছো । পতিত দুনিয়াকেই রাবণ রাজ্য বলা হয় । এখন তোমাদের রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যের রহস্য বোঝানো হয়েছে । রাবণ আর কেউই নয়, পাঁচ বিকারকে বলা হয় ।

তোমরা বুঝতে পেরেছো, রাবণ রাজ্য এখন ভারতে । ভারতেই দশহরা, দীপমালা ইত্যাদি পালন করা হয় । তাই এ সবই বোঝাতে হবে । রাবণ যদি জিতে যায়, তাহলে তো রাবণ রাজ্যই হলো, তাই না । রাবণ পতিত বানায় । তোমরা জানো যে, পাঁচ বিকার যা এইসময় সর্বব্যাপী, তাকেই রাবণ বলা হয় । রাবণের চিত্র তো আগে দশহারার সময় বের করা হতো, এতে তিথি – তারিখও দিতে হবে । এই সময় পতিতের বিনাশ আর পবিত্রতার স্থাপনা হয় । তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছো, তোমরা যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন রাবণ সম্প্রদায়ের আগুন লেগে যাবে । রাবণ শেষ হয়ে যাবে তখন সত্যযুগে কোনো কুশপুত্তলিকা বানাতে হবে না । সবাই পবিত্র হয়ে যাবে । আত্মার মধ্যে যখন সতোপ্রধানতার শক্তি ছিলো, তখন আত্মা জাগ্রত জ্যোতি ছিলো । পতিত হওয়ার কারণে সেই জ্যোতি নিভে গেছে । আত্মাই পতিত হয়ে গেছে, তার ওড়ার কোনো শক্তি নেই । পাঁচ বিকারে আত্মা আয়রণ এজের হয়ে গেছে । এ কথা অবশ্যই বোঝাতে হবে । আত্মাকে জাগান একমাত্র বাবা । এ কথা তো সবাই বলে যে জ্যোতি স্বরূপ পরমপিতা পরমাত্মা আসবেন । এখন জ্যোতি স্বরূপ তো তোমরা আত্মাও, পরমপিতা পরমাত্মাও জ্যোতি স্বরূপ । তোমাদের আত্মাদের জ্যোতি নিভে গেছে । বাকি সামান্য কিছু রয়েছে । মানুষ মারা গেলে রাতদিন প্রদীপ জ্বালানো হয় । এই প্রদীপকে খুব সাবধানে জ্বালিয়ে রাখা হয় । ঘি শেষ হয়ে গেলে আবার ঘি ঢেলে দেওয়া হয় । আত্মাদেরও এমন । বাবা এসে সবাইকে জ্ঞানের দ্বারা জ্যোতি জাগান । এই জাগ্রত জ্যোতি কতো সময় চলে ? সে তো রাতকে আলোকিত করে তারপর আবার ঘি ঢালতে হয় । তোমাদের জ্যোতি এখন জাগছে । জাগতে জাগতে সম্পূর্ণ জেগে যাবে । এই জ্যোতি নিভতে পাঁচ হাজার বছর লাগে তারপর বাবা এসে ঘি ঢালেন । তোমাদের এখন জ্যোতি জেগেছে এরপর ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকবে । তখন জ্যোতি নিভে যাবে । তোমরা জানো যে, তোমাদের এখন জ্যোতি জাগছে এরপর সত্যযুগে ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে । এ হলো ভারতের কথা । এখন তো ঘরে ঘরে অন্ধকার । কোথাও খুশী নেই । তোমরা জানো যে, সত্যযুগ আর ত্রেতায় আমরা খুব খুশী ছিলাম আর খুশী পালন করতাম । তখন সকলেরই জ্যোতি জাগ্রত থাকতো তারপর অল্প অল্প করে কম হতে থাকতো । এইসময় তো সম্পূর্ণ নিভে গেছে । খাদ পড়ে গেছে । বাবা এসে আবার জ্ঞানের ঘৃত ঢালেন যাতে তোমরা আবার জাগ্রত জ্যোতি হয়ে যাও । তোমাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে যায় ।

তোমরা জানো যে এখন তোমাদের সম্পূর্ণ শরীর নষ্ট হয়ে গেছে, রাহুর গ্রহণ লেগে গেছে । কালো হতে তোমাদের কতো সময় লাগে ? শুরু থেকে তোমরা অল্প অল্প হও তারপর মায়ার প্রবেশ ঘটলে অনেক কালো হয়ে যাও । এখন তোমাদের ওপর রাহুর দশা । সবথেকে খারাপ হলো রাহুর দশা । এখন তোমাদের আবার বৃহস্পতির দশা আসছে কেননা এখন বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য তোমরা গুরু বৃহস্পতির দ্বারা পুরুষার্থ করছো । তিনি হলেন অবিনাশী গুরু । কাদের ? অবিনাশী আত্মাদের । এই মানুষরা আত্মাদের গুরু হতে পারে না । তারা মানুষদেরই গুরু হয় । এখন বাবা এসে তোমাদের আত্মাদের গুরু হয়েছেন । বৃক্ষপতি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । তোমরা বুঝতে পারো এখন আমাদের উপর বৃহস্পতির দশা । তোমরা স্বর্গের মালিক তো হবে । সেখানে অবিনাশী সুখ থাকে, কিন্তু তারজন্য এখন পুরুষার্থ করতে হবে যে, আমরা সুখধামের মহারাজা মহারাণী হবো । পুরুষার্থ তো প্রত্যেকেরই

তাদের নিজের । এ হলো রুদ্র শিবের পাঠশালা । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । তোমরা তাঁর পাঠশালায় পড়ছো । ভগবান উবাচঃ আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । অবিনাশী আত্মাদের অবিনাশী বাবা হলাম আমি । এক হলো শরীরের বাবা আর এক হলো আত্মার বাবা । দুই কন্ট্রাস্টই বলতে হবে । রুহানী বাবা কখন এসে মিলিত হন, যাঁকে ভক্তিতে সমস্ত রুহ (আত্মা) স্মরণ করে । শরীরের বাবা তো হলেন বিনাশী । আত্মা তো বিনাশী হয় না । তোমরা জানো যে, আমাদের যে লৌকিক বাবা হয়, তার জন্মে জন্মে পরিবর্তন হয়ে আসছে । বাবা ছাড়া তো বাচ্চাদের জন্ম হতে পারে না । তোমরা বাচ্চারা এখন বিশাল বুদ্ধি পেয়েছো । তোমরা বুঝতে পারো যে, কবে থেকে আমরা দুই বাবা পেয়েছি । সত্যযুগে তো একজনই লৌকিক বাবা থাকেন, মানুষ তাঁকেই স্মরণ করে । আত্মাদের ওই রুহানী বাবাকে স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না । সত্যযুগে আত্মাদের তো একজনই লৌকিক বাবা হয় । সেখানে শরীরও সুন্দর (গোরা) হয়, প্রালব্ধ ভোগ করে , তাই সেখানে বাবাকে স্মরণ করে না । তাই, তোমাদের এই কথা বোঝাতে হবে । ভক্তি মার্গে এক হলো বিনাশী লৌকিক বাবা, সে তো প্রতি জন্মে আলাদা হয় । তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী, তোমরা অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করো । বলা হয়, পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে থাকা পিতা । লৌকিক পিতাকে কখনোই পরমপিতা বলা হবে না । এই দুই বাবার রহস্য বুঝিয়ে বলা অত্যন্ত জরুরী । রাবণের রহস্যও বুঝিয়ে বলতে হবে । রাবণ রাজ্য অর্থাত্ পতিত রাজ্য এখনই, তাই তো পতিত পাবন বাবাকে ডাকা হয় । তিনি হলেন অবিনাশী বাবা । দুই বাবার কথা অবশ্যই সিদ্ধ করে বলতে হবে । আত্মাদেরও বাবা আছেন, তাই তো পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে । প্রতি জন্মে লৌকিক বাবা বিভিন্ন হয়, তবুও মানুষ সেই রুহানী বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করে । তাঁর কখনোই পরিবর্তন হয় না । বাবাও বলেন, বরাবর তোমরা আমাকে স্মরণ করতে - হে পরমপিতা পরমাত্মা । কতদিন তোমাদের স্মরণ করতে হবে, তারপর বাবা কখন মিলিত হন ? এ কথা তোমরা এখন জেনেও গেছো । যখন ভক্তির অন্ত হয়, তখন ভক্তির ফল দিতে বাবা আসেন । বাবা বুঝিয়েছেন যে -- আমি সমস্ত ভক্তদের মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দিই । সত্যযুগে একটাই ধর্ম থাকে -- থাকে ওয়ান-নেস (Oneness) বলা হবে । বলা হয়, সবাই মিলেমিশে এক হয়ে যাক কিন্তু সমস্ত ধর্ম তো এক হতে পারবে না । যখন এক রাজ্য হয় তখন পবিত্রতা, সুখ, শান্তি বিরাজ করে । ভারতে অবশ্যই একসময় রাম রাজ্য ছিলো । এখন রাবণ রাজ্য, তাই মানুষ রাবণকে জ্বালাতে থাকে । তাই দুই বাবার রহস্য বুঝিয়ে বললে মানুষ চট্ করে বুঝতে পারবে । অবিনাশী বাবা তো অবশ্যই আছেন, নতুন দুনিয়া বাবাই রচনা করেন । নতুন দুনিয়াতে বরাবর দেবী দেবতারাই ছিলেন, তারপর সেই দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো হয় । নতুন দুনিয়াতে মানুষ কতো জন্ম নেয় আর পুরানো দুনিয়াতে কতো জন্ম নেয়, তা তোমরা জানো । এমন নয় যে ৮৪ জন্মের অর্ধেক হওয়ার দরকার, ৪২ জন্ম পুরানো দুনিয়ায় আর ৪২ জন্ম নতুন দুনিয়ায় । তা নয় । ভারতবাসীদের আয়ু প্রথমে ১০০ থেকে ১২৫ বছর ছিলো, এখন তো খুব বড় জোর ৪০ থেকে ৫০ বছর চলে । তাই অর্ধেক - অর্ধেক হতে পারে না । ৮৪ জন্মের হিসেব তো চাই । বাবা বলেন যে, তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্র এখন পূর্ণ হয়েছে । তোমরা জানো না, আমি তোমাদের বোঝাই, ৮৪ জন্মের রহস্য পরমপিতা, পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারে না । তোমরা বাবার থেকে শুনে খুশী হও, তারপর নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করো ।

বাচ্চাদের এখন এই কথা প্রমাণ (সিদ্ধ) করে বলতে হবে যে, আমরা এখন বেহদের পারলৌকিক বাবার থেকে বেহদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি । সেই বাবা তখনই আসেন, যখন তিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন । তাঁকে বলা হয় হেভেনলী গড ফাদার । নতুন ঘরের যখন স্থাপনা হয়, তখন পুরানো

ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয় । লেখাও আছে, স্থাপনা তারপর বিনাশ । স্থাপনা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন বিনাশ হবে । পরমপিতা পরমাত্মাই ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন । বাবা এও বুঝিয়েছেন যে, সুক্ষ্মবতনবাসীকে প্রজাপিতা বলা হবে না । সেখানে প্রজা থাকে না, তাহলে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানেই হবে । তিনিই আবার অব্যক্ত সম্পূর্ণ হবেন । তিনি তো হলেন অব্যক্ত, তাহলে নিশ্চই ব্যক্তর প্রয়োজন, যিনি আবার অব্যক্ত হবেন । এখন দুজনকেই দেখা যায় । প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানেও আছে আবার সুক্ষ্ম বতনেও আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানে প্রয়োজন, অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা এখনেই থাকবে । প্রদর্শনীতে দুই বাবার রহস্য বুঝিয়ে বলতে হবে । নিয়ম তো এক একজনকে আলাদা আলাদা করে বোঝানো হয় । এখন ওখানে কাকে কিভাবে বোঝাবে ? বোঝানোর জন্য তো একান্ত হওয়া চাই । ওখানে তো অনেক হাঙ্গামা হয় । এখানে তো তোমাদের এক - দেড় ঘন্টা লেগে যায় বোঝাতে । ওখানে এতো ভিড়ে বোঝানো খুব মুশকিল হয়ে যাবে । অনেক প্রকার ধর্মের মানুষ আছে । কেউ এক বলবে কেউ আর এক । চুপ করে তো বসে থাকবে না । তোমরা বলবে এক লৌকিক শরীরের বাবা, আর দ্বিতীয় পারলৌকিক রুহানী বাবা । তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । এখন তিনি ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করছেন । নরকের বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে আছে । এ তো মহাভারী লড়াই, তাই না । বরাবর এ হলো রাজযোগ । রাজত্ব প্রাপ্ত করার গীতা পাঠশালা । ভগবান উবাচঃ - সকলের দুজন বাবা । কৃষ্ণকে সব আত্মাদের বাবা বলা হবে না । আত্মাদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা বলেন যে , আমাকে স্মরণ করো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) নিজের মধ্যে জ্ঞানের ঘৃত ঢেলে সর্বদা জাগ্রত জ্যোতি হয়ে থাকতে হবে । বাবার স্মরণে থেকে রাহুর গ্রহণ দূর করতে হবে ।

২) আত্মার এবং শরীরের, এই দুই বাবা, এই পরিচিতি প্রত্যেককে দিয়ে বেহদের বর্সার অধিকারী করতে হবে ।

বরদান : - বিন্দুরূপে স্থিত হয়ে সারযুক্ত, যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত স্বরূপের অনুভব করে সদা সমর্থ ভব

কোশ্চেন মার্কের বাঁকা পথে যাওয়ার পরিবর্তে প্রতি কথায় বিন্দু লাগাও । বিন্দুরূপে স্থিত হয়ে গেলে সারযুক্ত, যোগযুক্ত এবং যুক্তিযুক্ত স্বরূপেরঅনুভব করতে পারবে । স্মৃতি, বাণী এবং কর্ম সব সমর্থ হয়ে যাবে । বিন্দু না হয়ে যদি বিস্তারে যাও তাহলে 'কেন বা কি-র ' ব্যর্থ বাণী আর কর্মে সময় এবং শক্তিকে ব্যর্থ নষ্ট করবে কেননা তোমাদের জঙ্গলে বের হতে হবে তাই বিন্দুরূপে স্থিত হয়ে সর্ব কর্মেন্দ্রিয়কে অর্ডার অনুযায়ী চালাও ।

স্লোগান : - "বাবা" শব্দের ডায়মন্ড চাবি যদি সঙ্গে থাকে, তাহলে সর্ব সম্পদের সহজ অনুভূতি হতে থাকবে ।